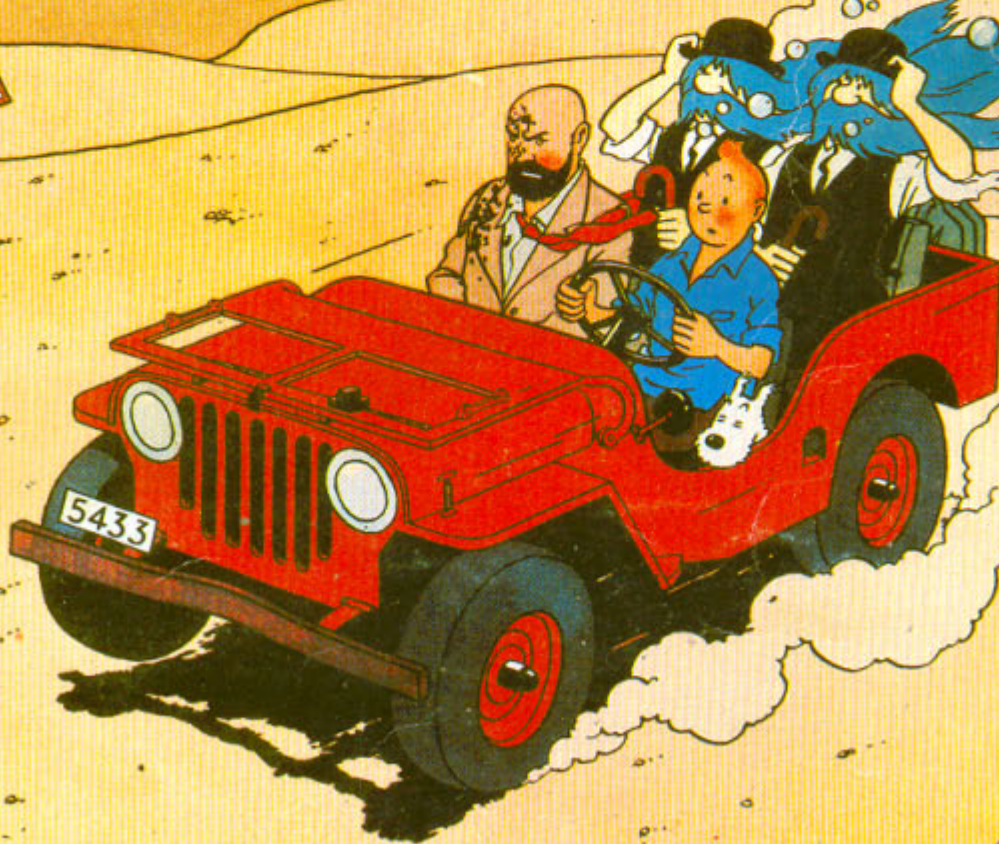


হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

# কাজো মোনার দেশে

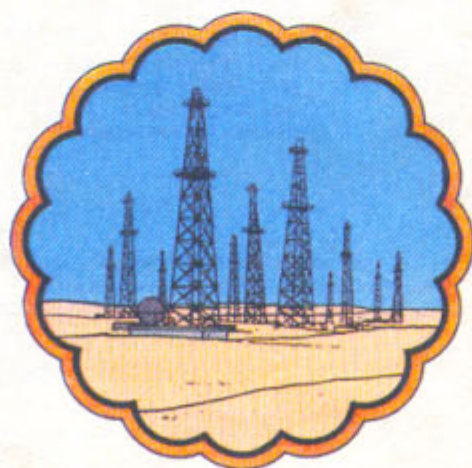


আনন্দ



হার্জ  
দুঃসাহসী টিনটিন

# কাজো মোনার দেশে



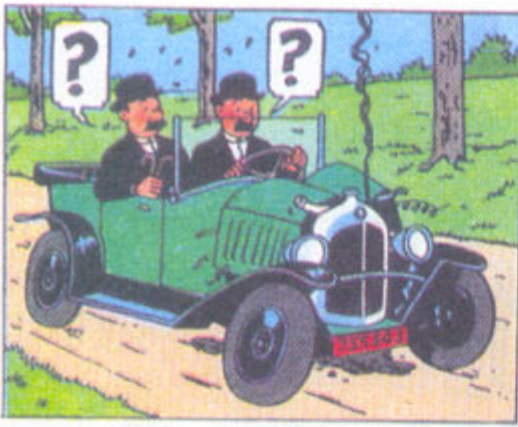
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড  
কলকাতা ৯



# কাভো মোনার দেশে









পরদিন সকালে...

"সঙ্কট আরও ঘনীভূত..."  
"যুদ্ধ কি শুরু হবে?"  
"সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতি..."  
বাপ রে, এ যে ভীষণ  
ব্যাপার !



কে ? ক্যাপ্টেন ?  
কী খবর ?

এইমাত্র নির্দেশ পেলাম, অমুক  
জাহাজের দায়িত্ব নিয়ে তমুক  
জায়গায় যেতে হবে, আর সময়  
নেই। বিদায় টিনটিন।

আমার মনে হয়, ভয়  
পাওয়ার কিছু  
নেই।



হ্যালো !

কী খবর ?

অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে...

খুবই রহস্যজনক সব ব্যাপার।

সত্যি ? একটু খোলসা  
করে বলো তো !

গাড়িতে পেট্রোল নিয়ে তো  
এগোচ্ছি। এমন সময়, বলা  
নেই কওয়া নেই, হঠাৎ...



দুম !



ব্যাপারটা দেখছি ছোঁয়াচে  
রোগের মতো ছড়াচ্ছে !



যা বলেছ !

শুধু কি তাই ?

প্রথমে তো গাড়ি দুম-ফট, তারপর  
আমার লাইটারও !

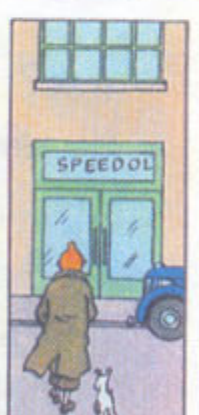
তবে কি পেট্রোল...

নিশ্চয়ই পেট্রোলে কিছু মেশানো  
ছিল ! কিন্তু কে মেশাল ? নিশ্চয়ই  
তারা, গাড়ি খারাপ হওয়ায় যাদের  
লাভ আছে। তারা কারা ?

গাড়ি যারা মেরামত করে, তারা।  
গাড়ি সারাইয়ের সবচেয়ে বড়  
কোম্পানি হল অটোকার্ট।











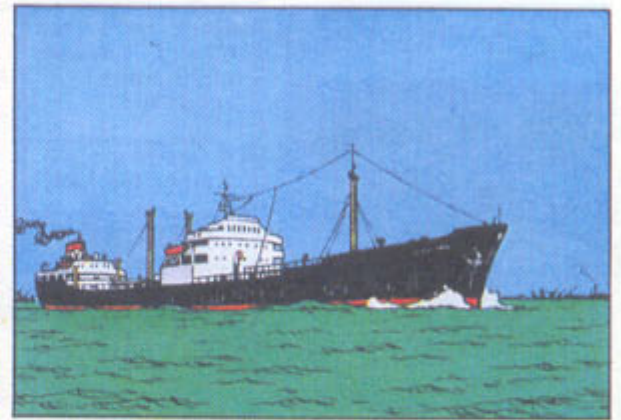




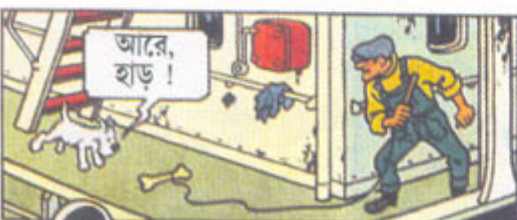




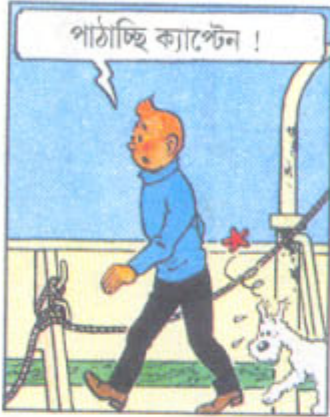
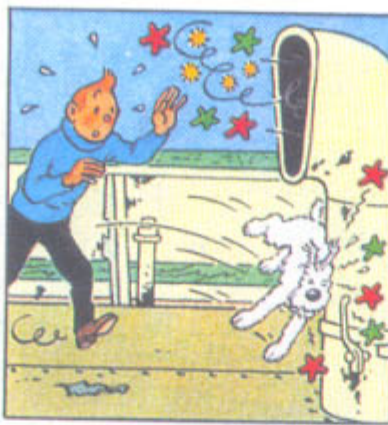
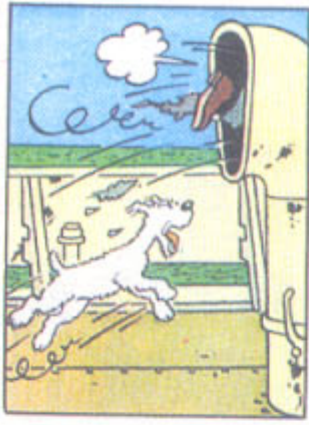








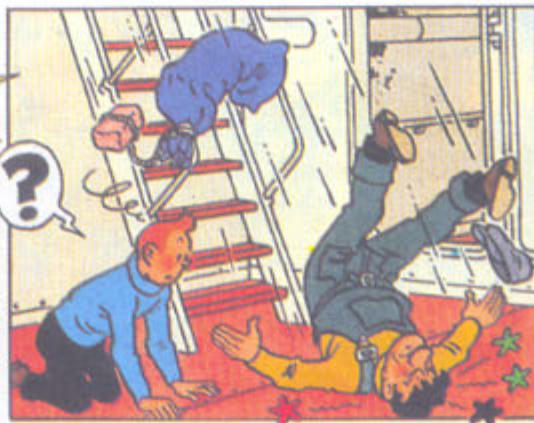
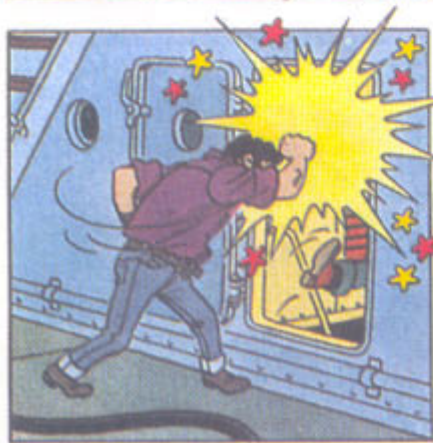
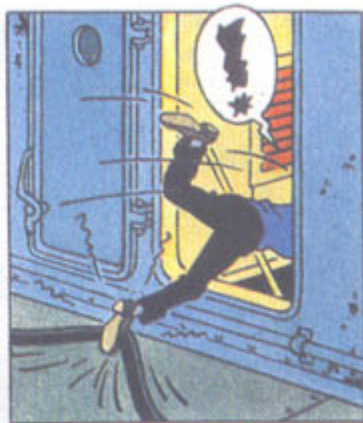
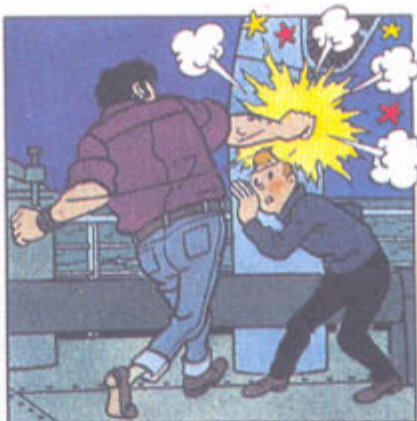








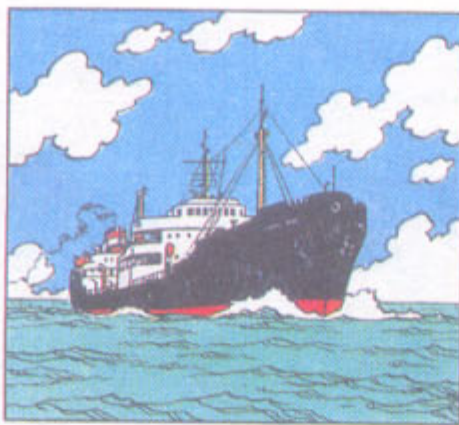




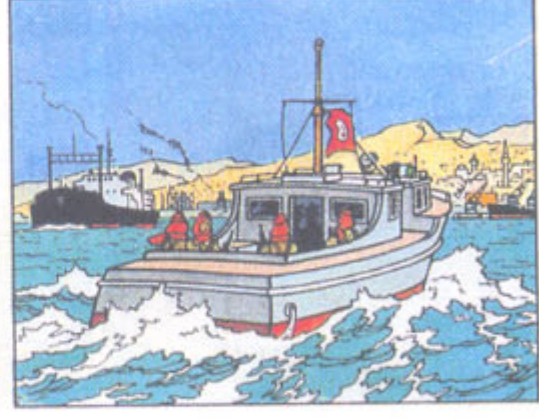
















সেই সন্ধ্যায়...

হুজুর, খেমিখলে একজন  
বিদেশি প্রেফতার হয়েছে !

বটে ?



তার কাছে পাওয়া কাগজ থেকে মনে  
হয়, জাহাজে করে আপনার জন্য  
অস্ত্রশস্ত্র আসছে ।

লোকটাকে উদ্ধার করে এখানে  
নিয়ে এসো ।

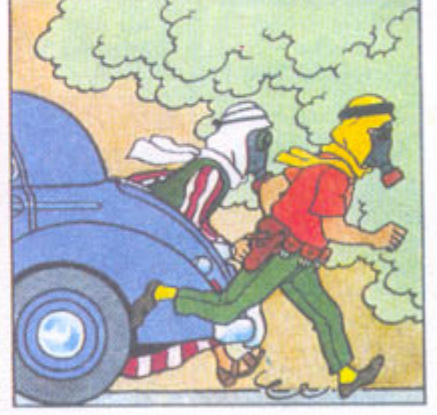
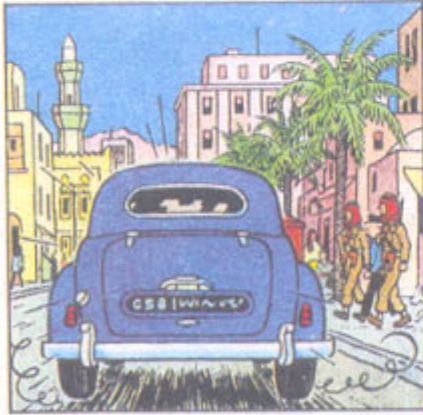


পরদিন সকালে...

এসো, জেলখানায় নিয়ে  
তোমাকে জেরা করা হবে ।



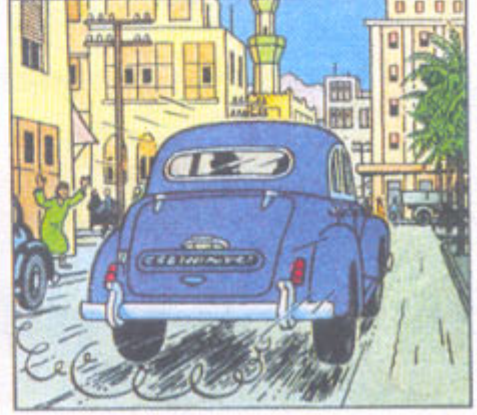
ওই তো ! আস্তে চালাও !



এই যে !



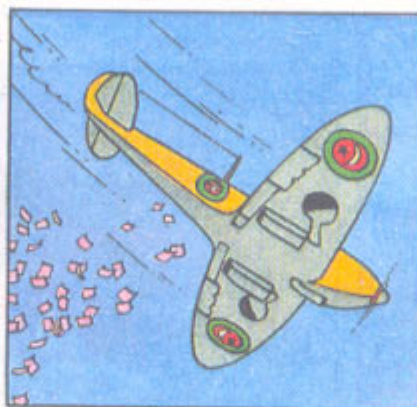
তড়াতড়ি!



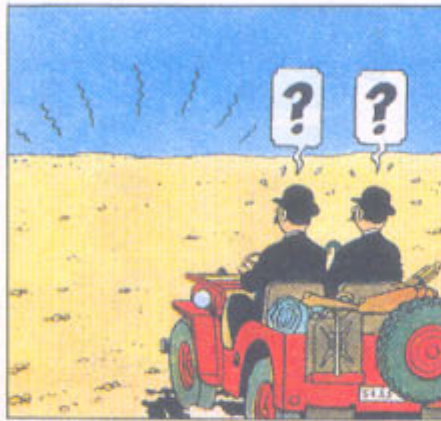


















ওদিকে...

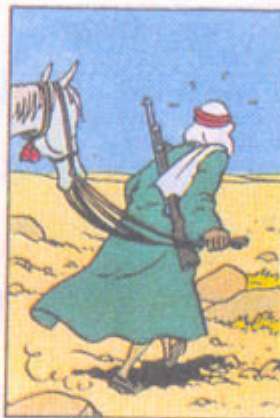
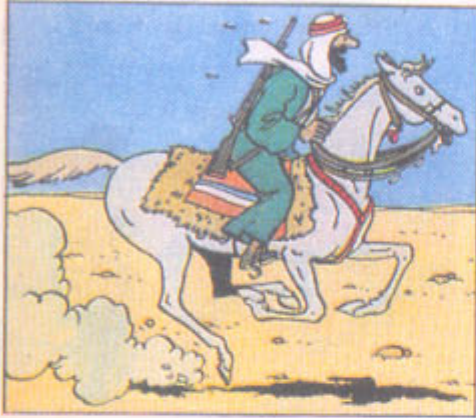


ওই তো বির খেগের জলকুণ্ড !

তাই তো !



উঃ, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে !



জল শুকিয়ে গেছে !



এগিয়ে চলো সবাই !



?



বন্দি অজ্ঞান হয়ে গেছে !

বাঁধন খুলে ওকে  
ফেলে দাও !



ওরে পাজি ! ওরে খুনি !

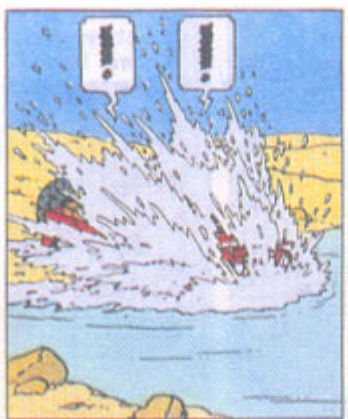




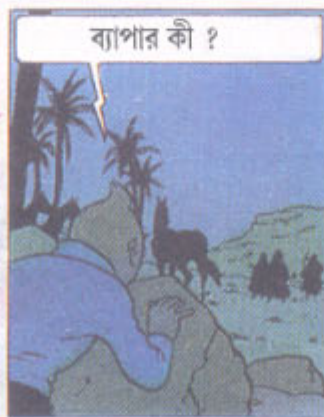


টিনটিন তো বেঁচে গেল, কিন্তু  
মানিকজোড় কোথায় ?  
রহস্য ! আরও রহস্য !













লোকগুলো দৌড়ে চলে আসছে কেন ?



?

দুর্ঘটনা



এ কী, ওরা তো তেলের পাইপ উড়িয়ে দিল !



ঘোড়ায় চড়ে পালাও !

গলাটা আমার চেনা !



ও-লোকটা রয়ে গেল কেন ?



রেকাব বিগড়েছে বোধ হয় !



আয় কুটুস ! দেখি ওকে ঘায়েল করা যায় কি না !

সত্যি, টিনটিনকে নিয়ে আর পারি না !



আমেদ কোথায় ? পিছিয়ে পড়ল নাকি ?



ওই তো আসছে ! নাও, ঘোড়া ছোটাও !





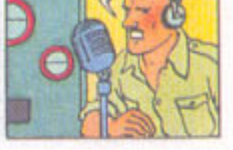
ইতিমধ্যে...  
বারো-নম্বর পাম্পিং  
স্টেশনে তেল আসছে  
না। পাইপ ভেঙেছে।  
তাড়াতাড়ি মেরামতির  
লোক পাঠাও!



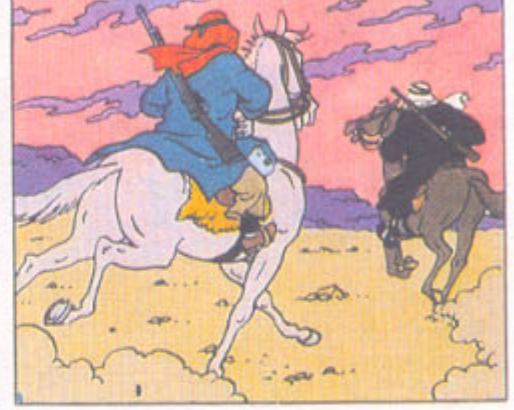
কী জানি পাগলামি করছি কি না!  
কিন্তু আর-কোনও উপায়ও তো  
নেই!



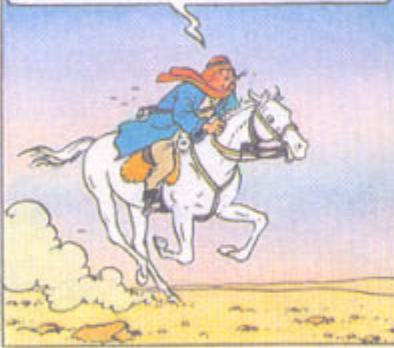
এগারো আর বারো  
নম্বর পাম্পিং  
স্টেশনের মধ্যে  
পাইপ ভেঙেছে।  
মেরামতির জন্য  
এইমাত্র রওনা হল!



এখান থেকে আমরা দু'দলে ভাগ  
হয়ে যাব। আমেদ আমার সঙ্গে থাক।



গলাটা আমার চেনা!



ওহে!

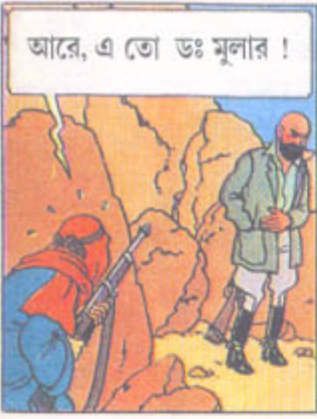


আমার ঘোড়াটা ধরো, আমি  
এক্ষুনি আসছি!





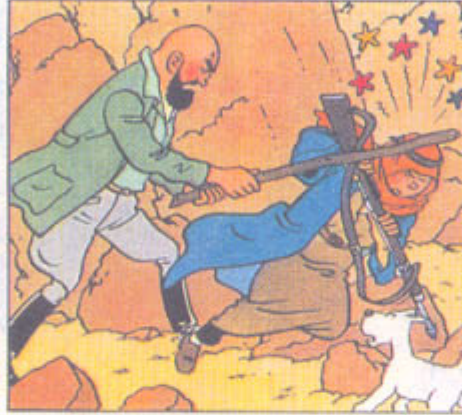
আরে, এ তো ডঃ মুলার !



কী করছে এখানে ?



গেল কোথায় ?



আমেদটা তা হলে  
গুপ্তচর ! আমার ওপরে  
নজর  
রাখছিল !



আরে, আমেদ কোথায়,  
এ তো টিনটিন !



টিনটিন এখানে কেন ?  
জ্ঞান ফিরলে ওকে  
জেরা করতে হবে !



এবারে তোমাকে  
শেষ করে ছাড়ব,  
টিনটিন !



একটা গাড়ির শব্দ  
পেলুম যেন !



জিপ ! অর্থাৎ আমার পেছনে লোক লেগেছে !



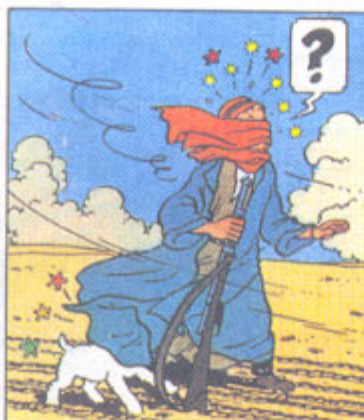
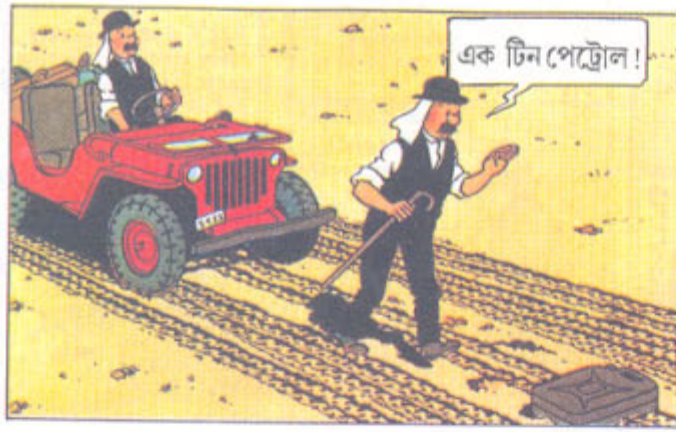




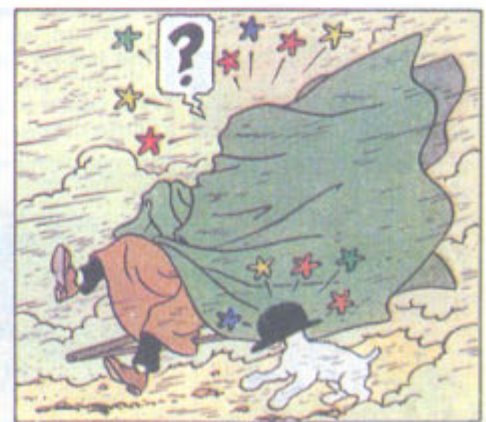




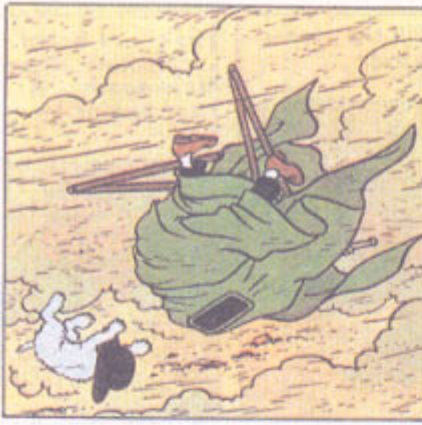
















মরীচিকা কি কথা বলে ?  
কথা ? মরীচিকা ? না  
না, মরীচিকা কথা  
বলবে কেন ?



একটু আগে শোনা ওই শব্দ  
তা হলে মরীচিকা নয় ।  
নিশ্চয় নয় ! আরে, তাই  
তো, এক্ষুনি তো তা হলে  
ফিরে যাওয়া উচিত ।



আবার এঞ্জিনের  
শব্দ ! ওরা  
ফিরে আসছে !



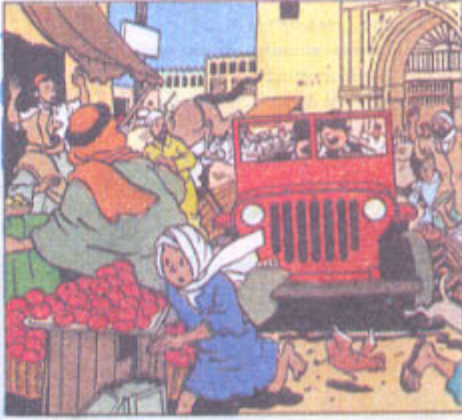
পেয়েছি ! খুঁজে পেয়েছি !  
কী আনন্দ ! কী আনন্দ !  
তোমাকে পেয়ে  
আমিও আনন্দিত !

আমার আনন্দ হচ্ছে  
টুপিটা পেয়ে !

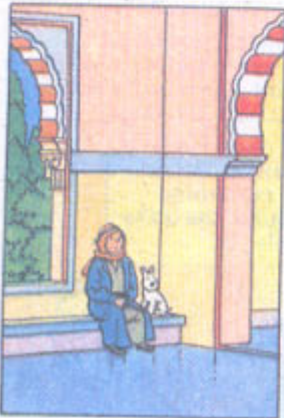
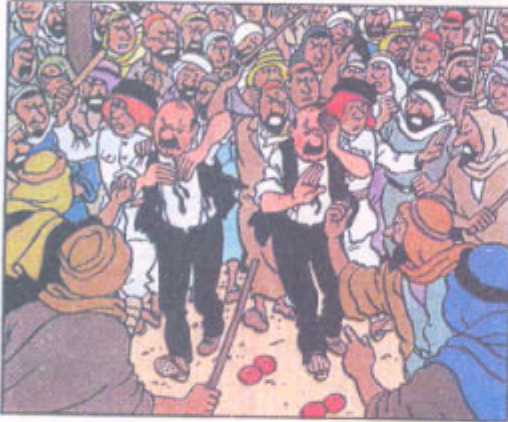
ঝড় থেমেছে...  
টিনটিন ক্লান্ত...  
ঘুমিয়ে পড়েছে !  
ঘররর  
ঘররর

আমারও ঘুম পাচ্ছে !  
না না, এখন নয় !

ঘররর  
ঘররর











দুই কোম্পানির লড়াই শেষপর্যন্ত  
কোথায় গিয়ে পৌঁছবে ?  
মানিকজোড়ের অদৃষ্টেই বা কী আছে ?







গাছের ডালে এই নীল কাপড়ের  
টুকরো। গাছের তলায় পায়ের  
ছাপ। নিশ্চয় কেউ গাছে  
উঠে লুকিয়ে ছিল।

তা হতে পারে।

মোটরগাড়িটা ঠেলা মেরে একপাশে  
সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কী বলতে চাও তুমি ?

বলতে আমার সাহস  
হচ্ছে না। দেখি, আরও  
সূত্র পাওয়া যায় কিনা।



হুম! আরও অনেক  
পায়ের দাগ।

দেওয়ালে পায়ের ছাপ!  
এখানেই দেওয়াল  
ডিঙিয়েছিল!

কারা ডিঙিয়েছিল?

যারা আপনার ছেলেকে  
চুর করেছে!

কী বলছ? আমার ছেলেকে  
চুর করেছে? অসম্ভব! বিদেশি,  
সাবধান হয়ে কথা বলো!

এই, বেন কলিশ  
কোথায় গেল?

একজন আগন্তুকের  
সঙ্গে কথা বলছে।

একজন অম্বারোহী এই চিঠিটা  
আমাকে দিয়েই মোড়া ছুটিয়ে  
মরুভূমির দিকে চলে গেল।

এ কী!

চিঠিখানা পড়ে দ্যাখো!

?

আপনিই পড়ে শোনান।

তা হলে শোনো!

“ছেলেকে ফিরে পেতে হলে  
আরাবেক্স কোম্পানিকে খেমেদ  
থেকে তাড়ান!—বাবেল আর।”

এইরকমই ভাবছিলাম!









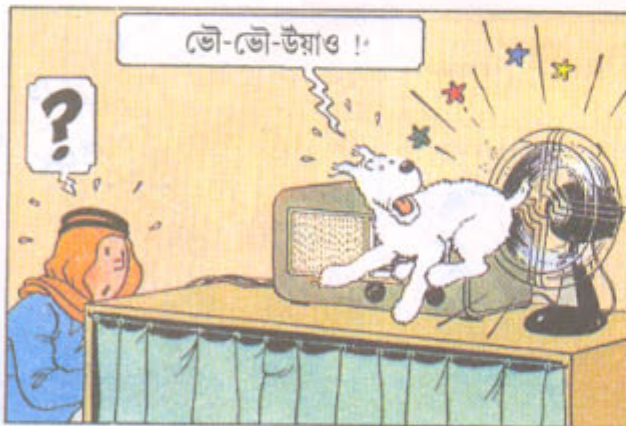








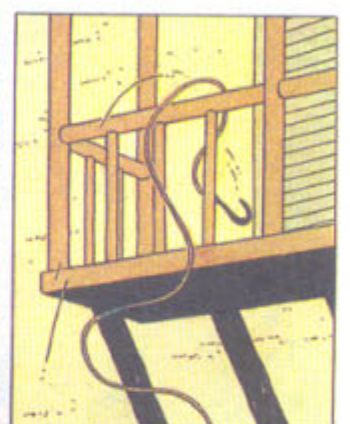
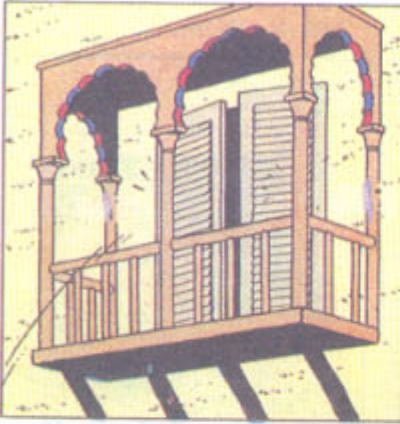




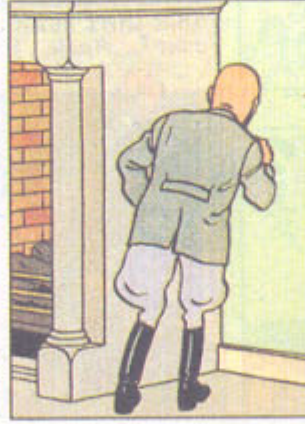
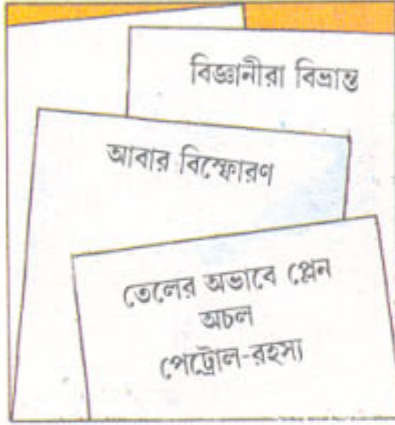








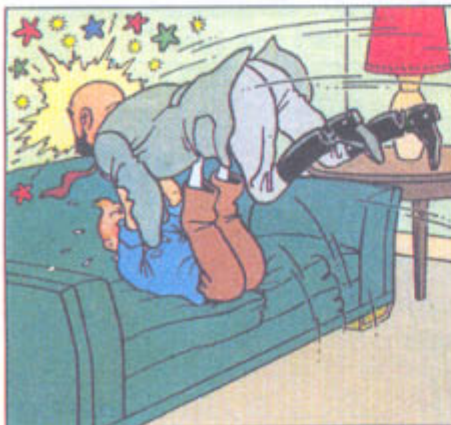
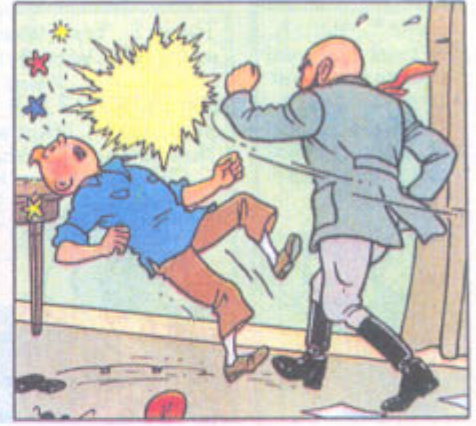
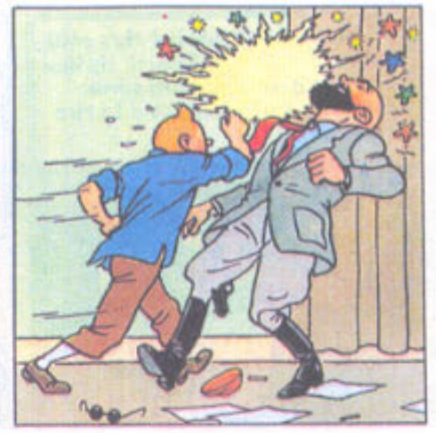






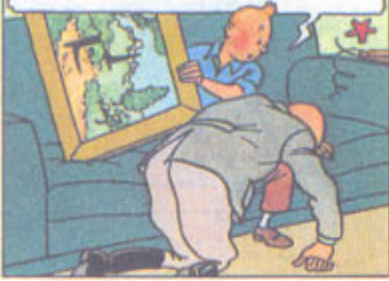








জোর বেঁচেছি। এখন হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে এটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখে আমিরকে ফোন করি।

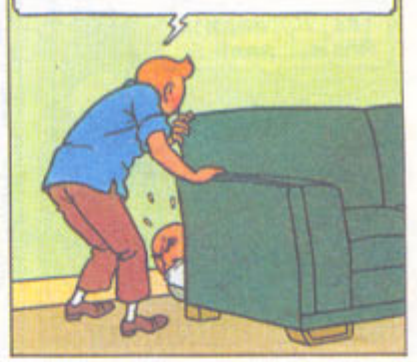


ওদিকে, ভূতা-মহলে...

তারপরে তো মনের দুঃখে সাতানব্বই বছর বয়সে সেই মেয়েটা মারা গেল। তারপরে আর তার স্বামীও বেশিদিন বাঁচেনি। তাদের ছেলে তখন কী আর করে...



ডঃ মুলার, এইভাবেই এখন থাকো!



আমি আমিরের সঙ্গে কথা বলতে চাই।



কে, টিনটিন? আমার ছেলে স্মিথের বাড়িতে বন্দি? হ্যাঁচ্ছ কেন?



একুনি সৈন্য পাঠিয়ে বাড়িটা ঘেরাও করুন। আমি রাজপুত্রকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছি।



সশস্ত্র থাকা ভাল।



এবারে দেখা যাক, নীচে কী আছে!



সুড়ঙ্গ! মাটির নীচে দুর্গ!



এটা কী?



বাঙ্কার!...



এখান থেকে গুলি চালানো যায়!



বাপ রে! এ যে ম্যাজিনো লাইন!



হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ...

হ্যাঁচ্ছো!

কে? কত?



কত না কি?

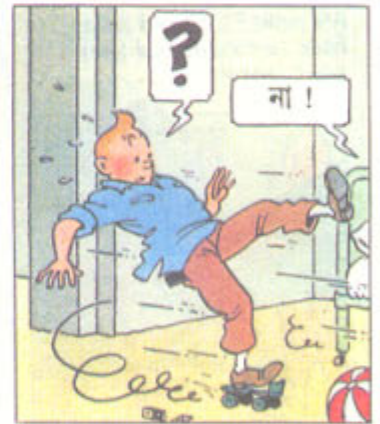
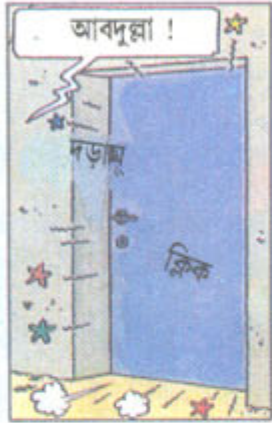


হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

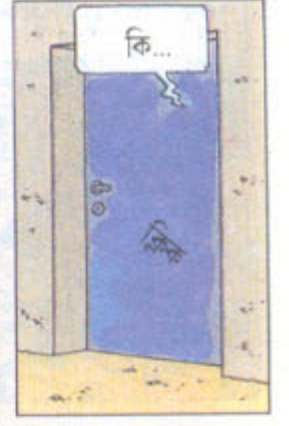








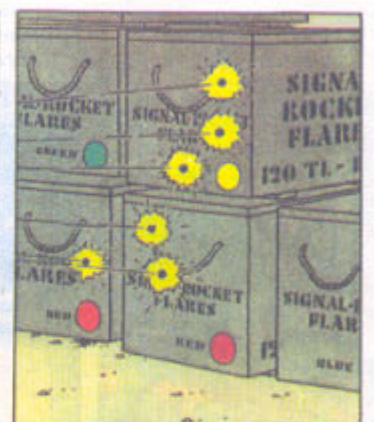




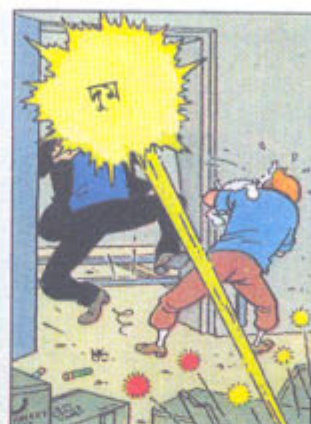




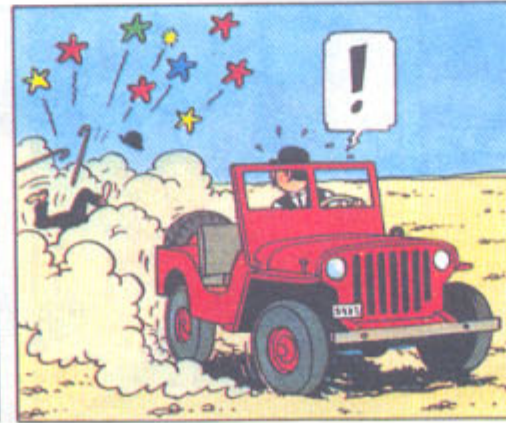
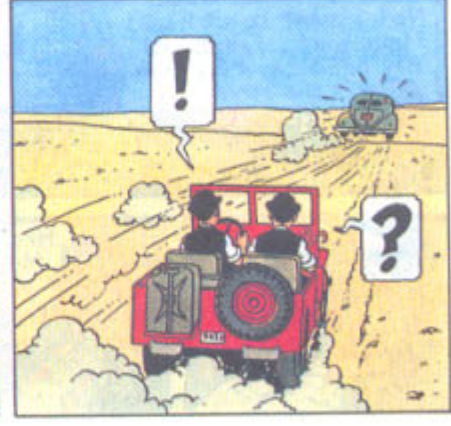




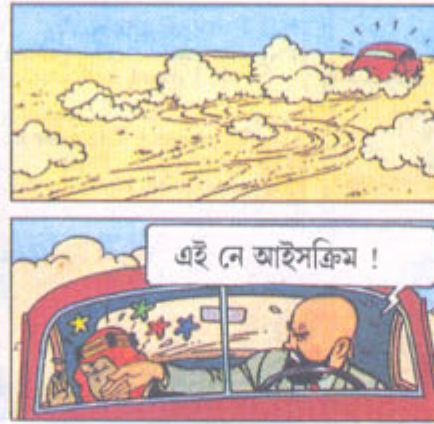
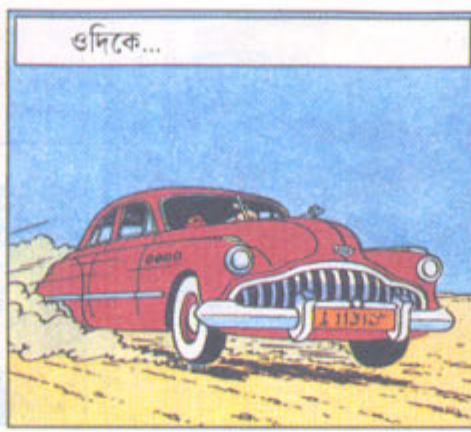




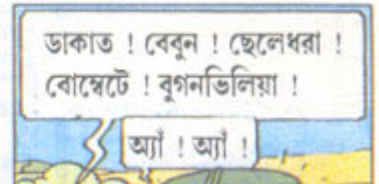
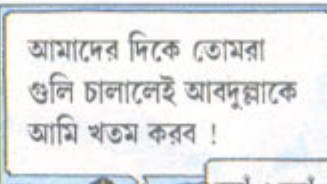
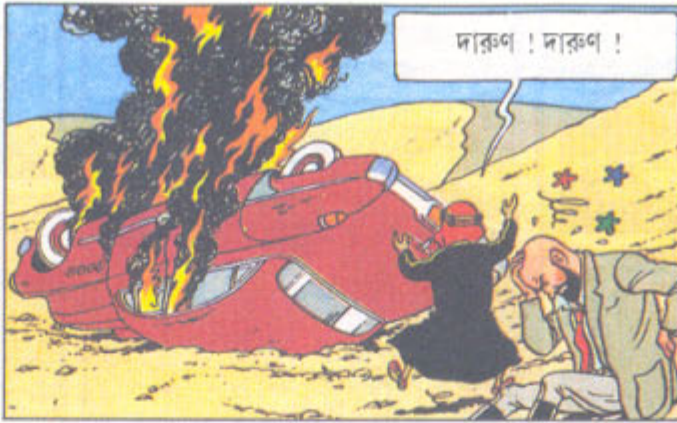




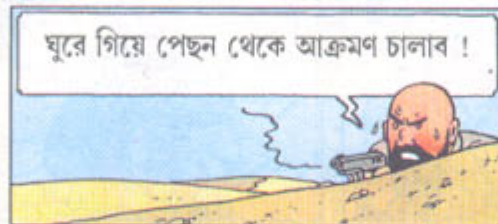






















খানিক বাদে...

আপনার গাড়ি ফিরে  
আসছে মালিক !  
আবদুল্লাকে  
নিয়ে ?



ওই তো আবদুল্লা ! ওই তো  
আমার মিষ্টি মানিক !  
বাপস, ছেলেটা একেবারে  
হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছে !



ও আমার মিষ্টি মানিক !  
যাক, এবারে শান্তিতে  
পাইপ ধরানো যাবে !  
আঁ আঁ !



তোমার কাছে যাব না !  
প্লাটিপাস-খুড়ের কাছে  
থাকব !



বাবা রে, নাকটা  
পুড়ে গেছে !



কী মজা ! কী মজা !

রাগ কোরো  
না ক্যাপ্টেন !  
আবদুল্লা  
একটু দুষ্টমি  
করতে  
ভালবাসে !

ওই টিনটিন আসছে !



মানিকজোড় হাসপাতালে । আধ ঘন্টা  
অন্তর-অন্তর তাদের চুল-দাড়ি ছেঁটে  
দেওয়া হচ্ছে । ট্যাবলেটগুলো প্রফেসর  
ক্যালকুলাসকে পাঠিয়ে বিশ্লেষণ করতে  
বলেছি । মানে ওই মুলারের ট্যাবলেট ...



মুলার ?

ও, আপনাকে বলা হয়নি,  
প্রফেসর স্মিথের আসল  
নাম হচ্ছে মুলার !



সেই উল্লুকটা কোথায় ?  
তাকে শূলে চড়াব !

তাকে পুলিশে দিয়েছি । কথা  
দিয়েছি, আইন-মোতাবেক তার  
বিচার হবে ।



বিচারের ঝামেলায় না গিয়ে  
শূলে চড়িয়ে দিলেই তো হত !

তার কাছে পাওয়া কাগজপত্র থেকে বোঝা  
যাচ্ছে, সে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের গুপ্তচর । যুদ্ধ  
বাম্বলেই সে তৈলকূপগুলির ওপরে ব্যাপক  
হামলা চালাবার জন্য তৈরি ছিল । ইতিমধ্যে সে  
আরাবেস্ক কোম্পানিকে হটিয়ে স্কোয়ালকে  
এখানে নিয়ে আসবার চেষ্টা চালিয়েছে ।



মুলারের প্রাসাদে তল্লাশি  
চালালেই সব ধরা পড়বে ।  
আসল কথা, আপনার  
পেট্রোল-সম্পদকে সে  
হাতাতে চাইছিল ।

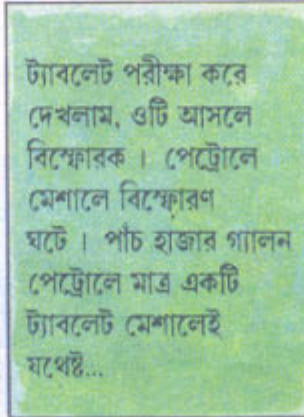


দিন কয়েক বাদে...

টিনটিন ! টিনটিন !  
ক্যালকুলাসের  
চিঠি !



ট্যাবলেট পরীক্ষা করে  
দেখলাম, ওটি আসলে  
বিশ্ফোরক । পেট্রোলে  
মেশালে বিশ্ফোরণ  
ঘটে । পাঁচ হাজার গ্যালন  
পেট্রোলে মাত্র একটি  
ট্যাবলেট মেশালেই  
যথেষ্ট...



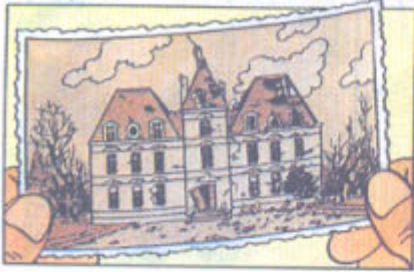
গাড়িতে যে কেন বিশ্ফোরণ  
ঘটেছিল, এতক্ষণে তা বোঝা  
গেল । ...কী ব্যাপার ক্যাপ্টেন ?



যাচ্ছিল !



পোস্টকার্ডের  
পেছনে আমার  
বাড়ির ছবিটা  
দ্যাখো !



ক্যালকুলাস আমার  
বাড়িটার এই অবস্থা  
করল কীভাবে ?

সবটা পড়ে  
দেখি !



...ট্যাবলেট পরীক্ষা  
করবার সময় বিশ্লেষণ  
ঘটে বাড়িটা ক্ষতিগ্রস্ত  
হয়েছে...

সর্বশেষে কথা !



...যাই হোক, এইসঙ্গে যে  
ওষুধ পাঠাচ্ছি, তা খেলেই  
জনসন আর রনসনের  
রোগের উপশম হবে। তা  
ছাড়া বিষাক্ত পেট্রোল  
পরিশোধনের ওষুধও  
এইসঙ্গে পাঠালাম...



কয়েক সপ্তাহ বাদে...

"মুলারের বিচারের সময় উপস্থাপিত  
নথিপত্র থেকে প্রমাণ হয়েছে যে,  
পেট্রলের সঙ্গে এক ধরনের  
রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে তাতে  
বিশ্লেষণ ঘটানো হত। এর মূলে এক  
বিদেশি রাষ্ট্রের চক্রান্ত..."



"পরীক্ষামূলকভাবে সেই রাষ্ট্রের  
গুপ্তচররা গত কয়েক মাস ধরে  
গাড়িতে বিশ্লেষণ ঘটচ্ছিল। যুদ্ধ  
লাগলে এ-কাজ ব্যাপকভাবে চালানো  
হত। টিনটিন তাদের চক্রান্ত ফাঁস  
করে দিয়েছেন।"...



"প্রোফেসর ক্যালকুলাস এর  
প্রতিষেধ-ব্যবস্থা উদ্ভাবন  
করেছেন। যুদ্ধের আশঙ্কা তাই  
আপাতত নেই। জনসন আর  
রনসনও এখন আরোগ্যের পথে।"



বাঁচা গেল। কিন্তু ক্যাপ্টেন, তুমি  
কোথেকে কীভাবে সময়মতো এসে  
হাজির হলে, সেটা এখনও শোনা হয়নি।

বলছি... বলছি...



মানে, যা বলছিলাম, ব্যাপারটা  
সহজও বটে, আবার জটিলও  
বটে। অর্থাৎ কিনা...



বললে তোমরা বিশ্বাস  
করবে না হয়তো...



সত্যি, আবদুল্লাহর দুটুমির  
আর শেষ নেই !



চুরুটের মধ্যে পটকা গুঁজে রেখেছিল ! দেখুন, সত্যি  
কথাটা বলেই ফেলি। আপনার এই  
আবদুল্লাহ অতি বিচ্ছু... ছেলে !



সমাপ্ত

